ঝিনাইদহ সীমান্তে নিহত যুবকের মরদেহ ৮৫দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ)’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবক ওয়াসিম আকরামের (২৮) মরদেহ অবশেষে দেশে ফিরেছে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে মরদেহ দেশে ফেরায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের স্বজনরা। মরদেহ নিহতের স্বজন ও পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিহত ওয়াসিম আকরাম মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) জানিয়েছে, চলতি বছরের ১১ এপ্রিল ইছামতী নদীর ভারতীয় অংশে গুলিবিদ্ধ যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। পরে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলী ঘটনাস্থলে বাংলাদেশ অংশে দাঁড়িয়ে মরদেহটি তার ছেলে ওয়াসিম আকরামের বলে দাবি করেন। ওই সময় বিএসএফ মরদেহ উদ্ধার করে ভারতীয় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

পরে মরদেহটি ফিরে পেতে বিজিবির কাছে লিখিত আবেদন করে ওয়াসিমের বাবা রমজান আলী। আবেদনের প্রেক্ষিতে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ধারাবাহিক যোগাযোগের ফলে ভারতীয় পুলিশ ও বিএসএফ বাংলাদেশি ওই যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

পরে আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেইন সীমান্ত পিলারএর ৬০ এর নিকটে বিজিবি ও বিএসএফ দুই দেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মরদেহটি হস্তান্তর এবং গ্রহণ সম্পন্ন হয়। নিহত ওয়াসিম আকরামের বাবা রমজান আলী এবং তার বড় ভাই মেহেদী হাসান মরদেহ গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে ওয়াসিম আকরামের মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফ -এর গুলিতে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহতের অভিযোগ। চুয়াডাঙ্গার দর্শনার ঝাঁঝাডাঙ্গা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে এক বাংলাদেশি কৃষক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে।

নিহত যুবকের নাম মো. ইব্রাহিম বাবু (৩০), তিনি দর্শনা থানার পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ঝাঁঝাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। নিহত বাবু ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের মো. নূর ইসলামের একমাত্র ছেলে। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আমার ছেলে বাবুসহ ৪-৫ জন গরুর জন্য ঘাস কাটতে সীমান্তসংলগ্ন গালার মাঠে যায়। এ সময় ভারতের নদীয়া জেলার গেদে ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা ৭৯ নম্বর পিলারের কাছাকাছি গুলি ছোড়ে। গুলিতে বাবু ঘটনাস্থলেই নিহত হয় বলে গুন্জন চলছে।

এ ঘটনায় ইব্রাহীম বাবুর স্ত্রী জেসমিন আক্তার জানায়, বাবু মারা গিয়েছে কিনা এখনও আমারা নিশ্চিত না। তিনি আরো জানান, আমার স্বামী ইব্রাহীম বাবু দোকান বন্ধ করে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপারে ৭৯ নং পিলার বরাবর ঘরুর জন্য ঘাস কাটতে যায়। এ সময় ভারতীয় বিএসএফ ২ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করার শব্দ শুনতে পাই পার্শ্ববর্তী লোকজন। কেউ কেউ বলছেন, ইব্রাহীম বাবু বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে। আসলে কি ঘটনা ঘটেছে জানিনা।

এ বিষয়ে নিহত ইব্রাহীম বাবুর খালু আক্তারুজ্জান জানান, ইব্রাহীম ঘাস কাটতে গেলে বিএসএফ ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে।এতে ইব্রাহীম নিহত হয়। এরপর ইব্রাহীমের লাশ টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে ভারতীয় বিএসএফ।

এ বিষয়ে ৬ বিজিবির সুলতানপুর ক্যাম্প ইনচার্জ সাইফুজ্জামান জানান, এ বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই তবে আমার উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের সাথে কথা বলতে বলেন, নিহতের পরিবার দাবি করেছে, ইব্রাহিম বাবু একজন কৃষক এবং তিনি কোনো চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শুধু ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদ তিতুমীর বলেন, আমরা নিহতের গ্রামে গিয়ে তার পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, ঘটনা বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ৩২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। তারা জানান একদল স্বর্ণ চোরাকারবারির সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় একজন গুলিবিদ্ধ হয়।

এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে ইব্রাহিম বাবুর নিহত এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ইব্রাহীম বাবু বাড়ি ফেরেনি বলে তার পরিবার জানিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত বেড়ায় জড়িয়ে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি গ্রামে কেরুজ পুকুরে লিজ নেওয়া জলাশয়ে মাছ চুরি ঠেকাতে চারপাশে বেড়া দিয়ে বিদ্যুতায়িত করেছেন একই গ্রামের আব্বাস আলী।

আজ রবিবার (২২ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কেরুজের জমিতে ঘাস কাটতে যান চাঁন মিয়া (২৩)।

ঘাস কাটার একপর্যায়ে পিপাসা পেয়ে পানি খেতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত বেড়ার সংস্পর্শে আসেন তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত চাঁন মিয়া দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি মাঝের গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেরুজ পুকুরটি দীর্ঘদিন ধরে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছেন আব্বাস আলী। মাছ চুরি ঠেকাতে তিনি পুকুরের চারপাশে বিদ্যুতায়িত বেড়া দিয়ে রেখেছেন। ফলে মাঝেমধ্যেই কুকুর, শিয়াল, বিড়ালের মৃতদেহ পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয়রা একাধিকবার আব্বাস আলীকে এই বিদ্যুতায়িত বেড়া সরিয়ে নিতে বললেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। কিছুক্ষণ আগেই সেই বেড়ায় হাত দিতেই চাঁন মিয়ার মৃত্যু হয়।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আব্বাস আলী শুধুমাত্র মাছ চাষই নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। তার বিরুদ্ধে ৪ থেকে ৫টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এলাকার সচেতন মহল অবিলম্বে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আব্বাস আলীকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ; গণপিটুনি দিয়ে যুবককে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ধর্ষণের এই ঘটনা ঘটলেও সন্ধ্যার দিকে ধর্ষক শাকিলকে আটক করে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। শাকিল চাঁদপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আবদাল হকের ছেলে ও এক সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেয়েটি তার বাবার জন্য চাঁদপুর গ্রামের দাইড়ির মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেশীয় তৈরি অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে গলায় ধরে মাঠের মধ্যে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে, পরবর্তীতে বিষয়টি ওই শিশু

তার পরিবারের সদস্যকে জানালে স্থানীয়রা যুবক শাকিলকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ধর্ষক শাকিলকে উদ্ধার করে থানা পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

ভিকটিম ওই শিশুকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুর ফেরত যুবকের মালামাল লুট: মেহেরপুরে ৫ ডাকাত গ্রেফতার

সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফেরা এক প্রবাসীর মালামাল লুটের ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডাকাতদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত বিদেশি পণ্য ও মোবাইলসহ বিভিন্ন মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত ১১ জুন রাত আনুমানিক ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা-আশরাফপুর কড়ইতলা সড়কে অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফেরার সময় সিঙ্গাপুরফেরত মো. ইউসুফ আলী (২০) এবং তার নানা মো. রেজাউল হক ইজারুল (৫৭) ডাকাতদের কবলে পড়েন। ৬-৭ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ইউসুফের কাছে থাকা সিঙ্গাপুরের ৬৭ ডলার, তিনটি মোবাইল ফোন, চার্জার লাইট, বিদেশি চকলেট, সাবান, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পেইন রিলিফ মলম, টুথপেস্ট ও সিটি গোল্ডের একটি নেকলেস লুট করে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা রুজু হলে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। পরদিন ১২ জুন সদর ও মুজিবনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন: মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের আমজাদ সরদারের ছেলে বাবু ওরফে বাবুল(৪০), জামিরুল (২৬), মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাবুল (৫১), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের খোকন

পাইকের ছেলে দিপন পাইক (৩৫), নুরপুর গ্রামের রুবেলের ছেলে মোঃ রাব্বী (২০)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি রেডমি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, তিনটি সাবান, দুইটি ডাভ শ্যাম্পু, তিন প্যাকেট চকলেট, দুটি বডি স্প্রে, তিনটি ব্যথানাশক মলম, একটি টুথপেস্ট, একটি ফেসওয়াশ, একটি চার্জার লাইট ও একটি সিটি গোল্ড নেকলেস।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতার বাবু ওরফে বাবুলের বিরুদ্ধে চোরাচালান, নারী নির্যাতন, বিস্ফোরক, ডাকাতি ও গুরুতর জখমসহ মোট ৯টি মামলা রয়েছে। দিপন পাইকের বিরুদ্ধে মাদক, দস্যুতা ও চুরির ৩টি এবং জামিরুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে ও ডাকাতির প্রস্তুতির ২টি মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, এ ঘটনায় অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে যুবককে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের শিংহাটি গ্রামের পূর্বপাড়ায় যুবক হারুনুর রশিদকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে।

আজ মঙ্গলবার (১০ জুন) দুপুর ২ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। আহত হারুনুর রশিদ শিংহাটি গ্রামের এনামুল হকের ছেলে।

হারুনুর রশিদ জানান, “আমাদের বাসার সামনের জমিতে তারা ঘেরা ঘেরি শুরু করে দেয়। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকে পিছন থেকে শাবল দিয়ে আঘাত করে। পরে আরো তিন-চার জন মিলে আমাকে এবং আমার দুজন প্রতিবন্ধী ভাইকে মারতে থাকে।”

বর্তমানে হারুনুর রশিদ মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১৭ মে মহেশপুর সীমান্তের শ্যামকুড় “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। নিহত বাংলাদেশী যুবকের নাম নাসির উদ্দীন (৪৪)। নাসির উদ্দীন মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় পশ্চিমপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নাসির উদ্দীনের প্রতিবেশীরা জানান, গত ১৭ মে শ্যামকুড় গ্রামের নাসির, একই উপজেলার পদ্মপুকুর গ্রামের বর্ডার রিপন ও অনন্তপুর গ্রামের সোহাগ ভারত সীমান্তে গেলে পাখিউড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে প্লাস্টিক বল এ্যামিনেশন (ছররা গুলি) নিক্ষেপ করে। গুলিতে নাসিরসহ তার দুই সহযোগী আহত হন। বিষয়টি গোপন রেখে গুলিবিদ্ধরা গোপনে চিকিৎসা নেন। অন্য দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও নাসির মারা যান।

স্থানীয় শ্যামকুড় ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর শহিদুল ইসলাম জানান, গত ১৭ মে সীমান্তের “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় নাসির গুলিবিদ্ধ হন। সীমান্ত এলাকায় গেলে ভারতের পাখিউড়া বিএসএফ’র সদস্যরা তাকে গুলি করে। পেটে ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নাসির অত্যান্ত গোপনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে তিনি মারা যান।

নিহত নাসিরের প্রতিবেশি চাচা শ্যামকুড় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহানুর বলেন, ভাতিজা মারা গেছেন এটা সত্য, তবে কিভাবে মারা গেছেন তা আমি জানিনা। শুক্রবার জুম্মাবাদ তার দাফন হয়েছে বলেও তিনি নিশ্চিত করেন।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রফিকুল আলম বলেন, ঘটনা জানতে পেরে আমরা সেখানে বিজিবি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু নাসির উদ্দীন বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছিল কিনা তার সত্যতা পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য এর আগে গত ১১ এপ্রিল বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ওয়াসিম ও ২৭ এপ্রিল একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন। দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও বিএসএফ দুই বাংলাদেশীর লাশ এখনো ফেরৎ দেয়নি। তবে বিজিবি বলছে নিহত দুই বাংলাদেশীর লাশ বিএসএফ ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ কারণে লাশ ফেরৎ পেতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

বিএসএফের গুলিতে নিহত ২ যুবকের মরদেহ একমাস পরেও ফেরত পায়নি পরিবার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত দুই যুবকের মরদেহ ফেরত আনতে দীর্ঘ সময়েও কোনো অগ্রগতি নেই। মাস পার হয়ে গেলেও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) মরদেহ ফেরত না দেওয়ায় নিহতদের পরিবারে চলছে গভীর শোক ও ক্ষোভ।

পরিবারগুলোর দাবি, বিজিবির গাফিলতি ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবেই মরদেহগুলো দেশে আনা সম্ভব হয়নি।

জানা যায়, গত ২৭ এপ্রিল রাতে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান। ঢাকায় গাড়ি চালানো ওবাইদুর সেদিন রাতে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ

করেন। ভারতের মধুপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধাওয়া দিলে অন্যরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়েন ওবাইদুর। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। পরে সীমান্তের ভারতীয় অংশে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিএসএফ মরদেহ নিয়ে যায়, কিন্তু এতদিনেও তা ফেরত দেওয়া হয়নি।

মা নাসিমা খাতুন বলেন, “ছেলের লাশ ফিরে পেলে তাকে দাফন করে অন্তত মনকে বোঝাতে পারতাম যে সে আমার কাছেই আছে। বিজিবির কাছে বারবার গিয়েও কিছু হয়নি।”

আরেক যুবক ওয়াসিমের মরদেহ নদীতে ভেসে থাকতে দেখা যায় গত ৬ এপ্রিল ভারতে প্রবেশ করেন বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ওয়াসিম ও আরও কয়েকজন। হাবাসপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যদের ধাওয়া খেলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ওয়াসিম ধরা পড়েন। ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাংলাদেশি কৃষকেরা। পরে স্থানীয়রা নিশ্চিত হন, মরদেহটি ওয়াসিমের এবং সেটি ভারতের অংশে অবস্থান করছে। বিএসএফ পরে মরদেহটি নিয়ে যায়।

ওয়াসিমের বড় ভাই মেহেদী হাসান বলেন, “ছবিতে নিশ্চিত হওয়ার পর বিজিবিকে জানাই। তারা লিখিত অভিযোগ নিলেও কয়েকদিন পর জানায়, আমাদের পক্ষে মরদেহ আনা সম্ভব নয়।”

মা ফিরোজা খাতুন বলেন, “বিজিবি বলছে, পাসপোর্ট-ভিসা করে নিজেরাই ভারতে গিয়ে মরদেহ আনতে হবে। আমরা গরিব, মুর্খ মানুষÑএভাবে কীভাবে মরদেহ আনব?”

মরদেহ ফেরত আনার ব্যাপারে ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন,‘বিএসএফ জানিয়েছে ওয়াসিমের মরদেহটি ভারতের পুলিশের কাছে আছে। তারা তার মরদেহটির ময়নাতদন্ত করেছে। ভারতীয় পুলিশের ভাষ্যমতে,মরদেহ নিতে হলে বৈধভাবে ভারতীয় পুলিশের কাছে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে উপযুক্ত প্রমাণ ও সনাক্ত শেষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস থেকে এনওসি নিতে হবে। পরে তাদেরকে ফরেনার রিজিওনাল রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গিয়ে যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করতে হবে। এই বিষয়গুলো ওই দুই পরিবারকে জানানো হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে যাতে তারা মরদেহ ফেরত আনতে সর্বাত্নকভাবে সহযোগিতা করে।

বিজিবির মাধ্যমে মরদেহ ফেরত আনার বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন,ভারতীয় বিএসএফ’র সাথে অনেকবার পতাকা বৈঠক সহ নানা চেষ্টা

করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। বিএসএফ জানিয়েছে,বিষয়টা পুরোপুরি ভারতীয় পুলিশ হ্যান্ডেল করছে। তাদের কিছু করার নেই। সেইক্ষেত্রে তারা বলেছে,পরিবারের পক্ষ থেকে বৈধ উপায়ে ভারতে এসে সকল কার্যাদী সম্পন্ন করে মরদেহ ফেরত নিতে হবে।’

পরিবারগুলোর মতে, সীমান্তে হত্যা হলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরদেহ ফেরত আনার উদ্যোগ ছিল না বললেই চলে। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়া নতুন কিছু নয়, তবে মরদেহ ফেরত না পাওয়ার এই ঘটনা সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। বিশেষ করে মাসব্যাপী সময় পেরিয়ে গেলেও মরদেহ দেশে না আসা, পরিবারের চোখের জলে ভেসে যাওয়া বাড়ি, এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততাÑসব মিলিয়ে এটি একটি চরম মানবিক সংকট।

গাংনীতে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ইভটিজিং: যুবকের ১৫ দিন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের দায়ে আল-আমিন হোসেন (২৭) নামের এক যুবককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকালে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন এ আদালত পরিচালনা করেন। দণ্ডিত আল-আমিন হোসেন গাংনী উপজেলার বামুন্দি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-আমিন হোসেন একই গ্রামের এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে নিয়মিত রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করতেন এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে এলে তারা আল-আমিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে হাজির করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় তাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন বলেন, “শিশুদের নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে বাংলাদেশী যুবক নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের অভ্যন্তরে ওবাইদুর রহমান নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ।

রোববার (২৭ এপ্রিল) সকালে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার মধুপুর নামক স্থান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে ভারতের পুলিশ। নিহত ওবাইদুর মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানেফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গেলো রাতে মহেশপুর উপজেলার গোপালপর গ্রামে ৭/৮ জন লোক অবৈধভাবে ভারতে যায়। রাত দেড়টার দিকে তারা বিএসএসএফের সামনে পড়ে। সেসময় বিএসএফ তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তখন তারা পালিয়ে আবারো বাংলাদেশের ভিতরে চলে আসে। কিন্তু ওবাইদুর রহমানসহ দু’জন আসতে পারে না। ওবাইদুর রহমানকে বিএসএফ ধরে ফেলে। বিএসএফ তাকে বস্তায় জড়িয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করে।

সকালে ভারতের অভ্যান্তরে মধুপুর নামক স্থানে একজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসি। ওই মৃতদেহটি ওবাইদুর রহমানের হতে পারে বলে সুত্র জানিয়েছে। মৃতদেহটি ভারতের বাগদা থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আরেকজনের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি।

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইয়াসমিন মনিরা জানান, ভারতের অভ্যন্তরে একজনের লাশ পড়ে আছে বলে আমি বিজিবির মাধ্যমে জানতে

□□□□□□□